সুসমাচারের জন্য আত্মপক্ষ-সমর্থন

১থিষলনীকীয় ২ অধ্যায় ১-৬ পদ

আমরা যখন সুসমাচার প্রচারের জীবন যাপন করি, তখন সেই সুসমাচার প্রচারকে বন্ধ করতে, সুসমাচারের শত্রুরা অনেক সময় আমাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণের পথকে বেছে নিতে পারে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যাও রটাতে পারে। সেই সমস্ত মিথ্যা যখন আমাদের কানে আসে, তখন কি আমরা তা শুনে ক্লান্ত হয়ে, সুসমাচার প্রচার থেকে বিরত হয়ে থাকি? আমরা যদি তা করি, তাহলে বুঝতে হবে, সুসমাচারের শত্রুদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি সুসমাচারকে সত্যিই ভালোবেসে থাকি, তাহলে সেই সুসমাচার প্রচারকে যারা বন্ধ করতে চায়, তাদের সেই মন্দ ইচ্ছাকে প্রতিহত করতে আমরা কী করব?

আজ আমরা পৌলের লেখা প্রথম থিষলনীকীয় পত্রের সেই অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পৌল ও তার সঙ্গীদের দ্বারা প্রচারিত সুসমাচারকে মানুষদের মন থেকে মুছে ফেলতে, এর শত্রুরা যখন পৌল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণের পথকে বেছে নিয়েছে, তখন পৌল সুসমাচারের জন্য আত্মপক্ষ-সমর্থন করেছে। আমরাও পৌলের মতো আমাদের বিরুদ্ধে সেই সমস্ত মিথ্যা রটনার মোকাবিলা করতে আত্মপক্ষ-সমর্থনের পথকে বেছে নিতে পারি। কারণ তারা আমাদের আক্রমণের মাধ্যমে আমাদের দ্বারা প্রচারিত সুসমাচারকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে।

২ অধ্যায় শুরু হয়েছে ***"বস্তুত"*** *(Gk. gar; En. indeed, for)* শব্দের দ্বারা। বাক্যের শুরুতে এর ব্যবহার সাধারণত এর আগে যা বলা হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে পরবর্তী কথা বলার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এর ঠিক পূর্ববর্তী পদের পরিবর্তে, ১:৯ পদে যে কথা বলা হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতেই ২:১ পদ লেখা হয়েছে। ১:৯ পদে পৌল ও তার সঙ্গীরা এই কথা বলেছে : ***"কারণ তারা নিজেরা আমাদের বিষয় এই বার্তা প্রচার করে থাকে যে, তোমাদের কাছে আমরা কীরূপে উপস্থিত হয়েছিলাম*** *(entering in). . .।"* ২:১ পদেও পৌল ও তার সঙ্গীরা থিষলনীকীয়দের কাছে উপস্থিত হবার কথা বলছে : ***"বস্তুত, ভাইরা, তোমরা নিজেরাই জানো, তোমাদের কাছে আমরা নিষ্ফলভাবে উপস্থিত হইনি*** *(entering in)।"* অর্থাৎ, ১:৯ পদে পৌল যখন থিষলনীকীর বাইরের বিশ্বাসীদের সাক্ষ্যের কথা বলেছে; তখন ২:১ পদে পৌল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদেরকেই সাক্ষী হিসাবে তুলে ধরেছে, কারণ তারা নিজেরাই জানে কী ঘটেছিল। এইভাবে থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদেরকে সাক্ষী হিসাবে তুলে ধরার পেছনে যে কারণ কাজ করেছে, তা হল, পৌল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে সুসমাচারের শত্রুরা বিভিন্ন মিথ্যা রটিয়েছে; লোকদের বিপথে পরিচালিত করতে ও সুসমাচারের প্রচারকে প্রতিহত করতে তারা পৌলের বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ততার অভিযোগ করেছে। এখন, তাদের সেই সমস্ত রটনা বা অভিযোগ যে কতখানি মিথ্যা, তা থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরাই বলতে পারে, কারণ তারা প্রথম থেকেই তাদের মধ্যে পৌল ও তার সঙ্গীদের সমস্ত কাজের সাক্ষী।

পৌলের আত্মপক্ষ-সমর্থনের এই পদ্ধতি দেখে ধরা যেতে পারে যে, সুসমাচারের শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা আক্রমণ করেছিল, ***"পৌল ও তার সঙ্গীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে লোকদের প্রতারিত করে চলেছে, তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছলচাতুরীর দ্বারা তাদের বিভ্রান্ত করে চলেছে।"*** তারা পৌল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কী কী মিথ্যাপ্রচার করেছিল, তা আমরা ৩ পদে দেখব। এখন, এইভাবে পৌলের বিরুদ্ধে মিথ্যাপ্রচারের মাধ্যমে তারা এই কথা ভেবেছিল, ***"আমরা যদি সুসমাচার প্রচারকদের বিষয় লোকদের মনে অবিশ্বাস তৈরী করতে সফল হই, তাহলে তাদের দ্বারা প্রচারিত সুসমাচারও শেষ হয়ে যাবে।"*** সুসমাচারের শত্রুদের এমন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পৌল কিন্তু মুখ বন্ধ করে তাদের মিথ্যা রটনাকে এড়িয়ে যায়নি। সরাসরি থিষলনীকীর বিশ্বাসীদেরকে সাক্ষী করে পৌল তাদের এই আক্রমণের মোকাবিলা করেছে।

ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, পৌলের সময় এমন অনেক ভ্রাম্যমান শিক্ষক বা দার্শনিক ছিল, যারা কেবল

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদের নিজেদের স্বার্থপর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে বিভিন্ন ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে লোকদের বিভ্রান্ত করত। পৌলের শত্রুরা পৌল ও তার সঙ্গীদেরকেও তাদের সঙ্গে সমান করে বিশ্বাসীদের মনে অবিশ্বাস তৈরী করতে চেয়েছিল। কিন্তু পৌল তাদের এই মিথ্যাপ্রচারকে প্রতিহত করতে থিষলনীকীর বিশ্বাসীদেরকেই সাক্ষী করেছে। কারণ, (১) তাদের বিষয় পৌলের এই প্রত্যয় আছে যে, তারা এই সমস্ত মিথ্যা রটনার দ্বারা বিভ্রান্ত হবে না। (২) তাদের মধ্যে পৌল ও তার সঙ্গীরা কীভাবে জীবন-যাপন করেছিল, তা তারা নিজেদের চোখে দেখেছে ও ভালো করে জানে। তারা ভালোকরেই জানে পৌল ও তার সঙ্গীরা যে সুসমাচার প্রচার করেছিল, তা কেবল বাক্যে নয়, কিন্তু শক্তিতে ও পবিত্র আত্মায় ও অতিশয় নিশ্চয়তায় উপস্থিত হয়েছিল (৫ পদ)। কেবল তা-ই নয়, তারা তাদের ত্যাগ করার পরও থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা সেই সুসমাচারের প্রতি যেমন নিজেরা বিশ্বাসী হয়েছিল, ঠিক তেমনই তা অন্যদের কাছে প্রচার করেছিল (১:৫-১০)। তাই, পৌল তাদের মাঝে তার উপস্থিতিকে ***নিষ্ফল হয়নি*** বলেছে।

২ পদে, পৌল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, তারা কোন পরিস্থিতিতে, কীভাবে ফিলিপী থেকে তাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিল: ***বরং ফিলিপীতে পূর্বে দুঃখভোগ ও অপমান ভোগ করার পর, তোমরা জানো, আমরা আমাদের ঈশ্বরে সাহসী হয়ে প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচারের কথা বলেছিলাম।*** প্রেরিত ১৬:১৬-২৪ পদে আমরা দেখতে পাই পৌল ও সীল কীভাবে শারীরিক দুঃখভোগ করেছিল ও জনসমক্ষে অপমানিত হয়েছিল। শাসনকর্তারা বিনা বিচারে তাদের উলঙ্গ করেছিল, বেত্রাঘাত করতে আদেশ করেছিল, শেষে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল ও তাদের পায়ে হাড়িকাঠ দিয়েছিল (২২-২৪ পদ)। শাসনকর্তাদের দ্বারা এমন আচরণে পৌল এতোখানি অপমানিত হয়েছিল যে, পৌল তার রোমীয় নাগরিকত্বকে টেনে এনে তাদের এই কাজের প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু পৌল কেবল রোমীয় নাগরিক নয়, যীশু খ্রীস্টের প্রেরিতও বটে। তাই, তাদের প্রতি এমন আচরণে পৌল অবশ্যই অপমানিত হয়েছিল, ঠিক কথা; কিন্তু সুসমাচার প্রচারে বিরত হবার পরিবর্তে, যীশুর আদেশ মতো (***"তারা যখন তোমাদের এক নগরে তাড়না করবে, তখন অন্য নগরে পালিয়ে যেও"*** মথি ১০:২৩) তারা অন্য নগরে, তথা থিষলনীকীতে প্রবেশ করেছিল।

এইভাবে, তারা যদিও ফিলিপী থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু থিষলনীকীতে উপস্থিত হয়ে তারা মুখ বন্ধ করার পরিবর্তে ***ঈশ্বরে সাহসী হয়ে প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও তাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচারের কথা*** বলেছিল। এখানে যে সাহসের কথা বলা হয়েছে, তা হল এমন আত্মপ্রত্যয়ের সাহস, যা পরিবেশে বা পরিস্থিতির চাপের কাছে নতিস্বীকার করে না। পৌল এইভাবে তার ঈশ্বরে সাহসী হতে পেরেছিল, কারণ সেই ঈশ্বরেই ছিল পৌলের ***জীবন, গতি ও সত্তা*** (প্রেরিত ১৭:২৮)। ফিলিপী থেকে পালিয়ে এসে থিষলনীকীতে যে সুসমাচারের বিরোধিতা বন্ধ হয়েছিল, তা নয়। পরিবর্তে, থিষলনীকীতেও তারা ***প্রবল বিরোধিতার*** সম্মুখীন হয়েছিল। এখন, এই সমস্ত ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, পৌল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের এই কথা বলতে চেয়েছে, ***তারা যদি অন্য ভ্রাম্যমান প্রচারকদের মতো নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করে থাকত, তাহলে এমন চরম বিরোধিতা ও তাড়নার মধ্যে তাদের পক্ষে সাহসের সঙ্গে সুসমাচার প্রচার কখনও সম্ভব ছিল না।***

৩ পদে, পৌলের বিরুদ্ধে তার শত্রুরা যে সমস্ত মিথ্যাপ্রচার করেছিল, তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে: ***কারণ আমাদের উপদেশ <u>ভ্রান্তিমূলক</u> কি <u>অশুচিতামূলক</u> বা <u>ছলযুক্ত</u> নয়।*** থিষলনীকীতে সুসমাচারের শত্রুরা পৌল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মিথ্যা অপপ্রচার করেছিল, তাদের প্রথম টি হল: (১) পৌলের প্রচার বা মানুষের কাছে পৌলের আবেদন ছিল ভ্রান্তিমূলক বা ভ্রান্তশিক্ষা। ধরা যেতে পারে, যে সমস্ত ইহূদীরা পৌলের বিরোধিতা করেছিল, তারা পৌলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিল যে, পৌল শাস্ত্র তথা পুরাতন নিয়মের অর্থ উপলিব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে; তাই, তার প্রচার সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু এই অভিযোগ কখনও সত্য নয়; কারণ, মনপরিবর্তনের মুহূর্ত থেকেই পৌল ঈশ্বরের সত্য বাক্যের রক্ষক হিসাবে কাজ করেছে ও সেই কাজ করতে তীমথিয়কে আদেশও করেছে (২করি ২:১৭; ১তীম ৬:৩-৪, ২০; ২তীম ১:১৩-১৪; ২:১৫)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পৌলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগটি হল: (২) পৌলের প্রচার অশুচিতামূলক। এ কথার অর্থ, অনৈতিক বা নোংরা আচার-আচরণ। এর দ্বারা অনৈতিক যৌন আচরণকে নির্দেশ করা হতে পারে। কারণ সেই সময় পরজাতিদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে দেবদাসীদের সঙ্গে ধর্মীয় নেতাদের যৌন সম্পর্ক ওতপ্রতভাবে জড়িত ছিল। এখন পৌল ও সীলের দ্বারা সুসমাচার প্রচারের দ্বারা থিষলনীকীতে যেহেতু স্ত্রীলোকদের মধ্যেও অনেকে বিশ্বাস করেছিল (প্রেরিত ১৭:৪); সেইহেতু সুসমাচারের শত্রু ইহূদীরা পৌলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও এনেছিল। কিন্তু কেবল অনৈতিক যৌন আচরণ নয়, এই অভিযোগের দ্বারা টাকার লোভ ও সম্মান অর্জনের চেষ্টাকেও নির্দেশ করা হতে পারে। কিন্তু তাদের এই অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা।

পৌলের বিরুদ্ধে তৃতীয় মিথ্যাপ্রচারটি হল: (৩) পৌলের প্রচার ছিল ছলযুক্ত। পৌলের সময় মিথ্যাশিক্ষকরা তাদের মতে অন্যদের বিশ্বাসী করার জন্য অনেক সময় মায়াবিদ্যা (জাদুখেলা), ইন্দ্রজাল, বা চালাকির আশ্রয় নিত (২থিষ ২:৯; মথি ২৪:২৪; প্রকা ১৩:১৪)। সুসমাচারের শত্রুরা এ বিষয়েও সমসসাময়িক মিথ্যাশিক্ষকদের সঙ্গে পৌলকে সমান করতে চেয়েছে। পৌল এই অভিযোগকেও খণ্ডন করেছে।

৩ পদের এই সমস্ত মিথ্যা অপপ্রচারকে পৌল ৪ পদে একটা একটা করে খণ্ডন করেছে: ***"কিন্তু ঈশ্বর যেমন আমাদের পরীক্ষাসিদ্ধ করে আমাদের উপরে সুসমাচার প্রচারের ভার রেখেছেন, তেমনই কথা বলছি; মানুষকে সন্তুষ্ট করব বলে নয়, কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করেন, তাঁকে সন্তুষ্ট করব বলেই বলছি।"*** পৌলের প্রচার যে ভ্রান্তিমূলক ছিল না, সে বিষয়ে আত্মপক্ষ-সমর্থন করে পৌল এখানে বলেছে: যে সুসমাচার পৌল ও তার সঙ্গীরা প্রচার করেছে, তা স্বয়ং ***ঈশ্বর তাদের সমর্পণ করেছেন***। আবার, পৌল ও তার সঙ্গীরা যে অশূচি ছিল না, তার প্রমাণ এই যে, স্বয়ং ***ঈশ্বর তাদের পরীক্ষাসিদ্ধ করে*** এই সুসমাচারের ভার দিয়েছিলেন। আবার, তাদের প্রচার ছলযুক্ত ছিল না, কারণ তারা ***মানুষকে নয়, কিন্তু ঈশ্বরকেই সন্তুষ্ট করতে সুসমাচার প্রচার করেছে***।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সুসমাচার কোনও মানুষের তৈরী দর্শন নয়; কিন্তু তা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। তাই, ঈশ্বরই স্বয়ং তাঁর সেই সুসমাচার প্রচার করার জন্য তাঁর সন্তানদের মনোনীত করে থাকেন। কেবল তা-ই নয়, তাদের কাছে সুসমাচারের ভার সমর্পণ করার আগে তিনি তাদের পরীক্ষাসিদ্ধ করে থাকেন। এই পরীক্ষাসিদ্ধতা যে কেবল শুরুতে প্রচারকের মধ্যে থাকবে, তা নয়; কিন্তু তার জীবনে ক্রমশ ধারাবাহিকভাবে এই পরীক্ষাসিদ্ধতার বাহ্যিক প্রকাশ থাকবে। পৌল এখানে নিজের পক্ষে সেই ক্রমশ পরীক্ষাসিদ্ধতার কথাই বলেছে। এই কারণে, পৌল কখনও মানুষদের সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেনি। আজকের দিনের ন্যায়, সেই সময়ও শ্রোতাদের কানে যা মধুর বলে মনে হয়, তা-ই কেবল ভ্রান্তশিক্ষকরা প্রচার করে থাকত। কিন্তু পৌল তা কখনও করেনি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, পৌল কখনও মানুষের সেবা করেনি। এখানে পৌল যে কথা বলতে চেয়েছে, তাহল, পৌল কখনও মানুষদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের সেবা করেনি; পরিবর্তে, কেবল ***যীশুর জন্যই নিজেকে তাদের দাস হিসাবে দেখিয়েছে*** (২করি ৪:৫)।

৫ পদে, তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকে পৌল আবার খণ্ডন করে বলেছে: ***কারণ, তোমরা জানো, আমরা কখনও চাটুবাদে (স্তাবকতায়/তোষামোদে) কিম্বা লোভের ছলে লিপ্ত হইনি, ঈশ্বর এর সাক্ষী।*** প্রথমতঃ পৌল এই বলে তাদের অপপ্রচারকে খণ্ডন করেছে যে, সে বা তার সঙ্গীরা কখনও তোষামোদের কথার আশ্রয় নেয়নি। এর অর্থ, অসত্য কথার দ্বারা অন্যের তোষামোদ করা এবং তার দ্বারা তাকে নিজের দলে টানবার চেষ্টা। ঈশ্বরের কাছ থেকে পৌল যে সুসমাচার পেয়েছে, তাকে মানুষের কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে পৌল এই ধরণের কোনও পদ্ধতিকে ব্যবহার করেনি। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় আজ সুসমাচারের প্রাসঙ্গিকীকরণ *(Context-ualization)* বা স্বদেশীকরণের *(Indigenization)* ন্যায় পদ্ধতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। শ্রোতাদের উপযোগী করে সুসমাচারে ভাজ দেবার পদ্ধতি পৌল কিন্তু কখনও গ্রহণ করেনি।

পৌল তাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আরও বলেছে যে, সে সুসমাচারের আবরণকে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি বা লোভ পূর্ণ করার চেষ্টা করেনি। এখানে যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা কেবল অর্থের লোভ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

নয়, কিন্তু স্বার্থচেষ্টার সমস্ত দিক এর মধ্যে বর্তমান, যা যৌন সম্পর্ক, কিম্বা সম্পত্তির অধিকার, কিম্বা সম্মানের চেষ্টাকে অন্তর্গত করে। অর্থাৎ, পৌল আত্মপক্ষ-সমর্থন করে বলেছে যে, সে কোনও স্বার্থপর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সুসমাচার প্রচার করেনি। আমরা যেন আত্মসমীক্ষার দ্বারা আমাদের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্য কী, তা নিশ্চিত করি।

তাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে পৌল তৃতীয় যে বিষয়টির কথা উল্লেখ করেছে, তা হল সে মানুষদের কাছ থেকে সম্মান পাবার চেষ্টা করেনি, ***"আর মানুষদের থেকে সম্মান পেতে চেষ্টা করিনি, তোমাদের থেকেও নয়, আন্যদের থেকেও নয়"*** (৬ক পদ)। ৪ পদে, ইতিমধ্যেই পৌল বলেছে যে, সে মানুষদের ***সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেনি***; আর এখানে সে তার সঙ্গে যোগ করেছে যে, সে তাদের কাছ থেকে ***সম্মান পেতে চেষ্টা করেনি***। অর্থাৎ, পৌল ও তার সঙ্গীরা তাদের সুসমাচারের শ্রোতাদের কাছ থেকে গৌরব বা প্রশংসা আশা করেনি। ধরা যেতে পারে, তারা যখন তাদের মধ্যে ছিল, তখন থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা তাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু পৌল এখানে যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল, পৌল তাদের কাছ থেকে সেই সম্মান পেতে চেষ্টা করেনি।

আজ আমরা যখন নিজেদেরকে পৌলের সঙ্গে তুলনা করি, তখন তার প্রচারের সঙ্গে আমাদের কী সাদৃশ্য চোখে পড়ে? আমরা কি নিশ্চিত যে ঈশ্বর আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন (ফলস্বরূপ, মানুষের তোষামোদ করার প্রয়োজন নেই)? আমরা কি এই কাজের জন্য তাঁর দ্বারা পরীক্ষাসিদ্ধ হয়েছি (ফলস্বরূপ, আমাদের আচরণে আমরা লোভ পূর্ণ করতে চেষ্টা করি না)? আমরা কি কেবল ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাই (ফলস্বরূপ, মানুষদের কাছ থেকে সম্মান আশা করি না)? আজ আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার না থাকলেও, সুসমাচার প্রচারে আমাদের নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

অনেক প্রতীক্ষার পর প্রকাশিত হল

সমগ্র বাইবেলকে এক নজরে

উপলব্ধি করার

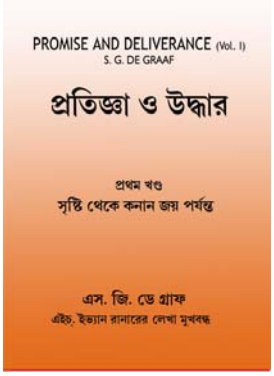

এস. জি. ডে গ্রাফের

৪ খণ্ডের প্রথম খণ্ড

প্রতিজ্ঞা ও উদ্ধার

(Bengali translation of
PROMISE AND DELIVERANCE (I)
by S. G. De Graff)

প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা

দশ বা তার বেশি কপির জন্য

মাত্র ৭৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান:–

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী

বি-৩৬ নন্দন কানন, সন্তোষপুর

কলকাতা ৭০০ ০৭৫

দুরভাষ- ২৪৯৬ ৯৪৭৫